ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়মাবলীঃ

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস-এর শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিত আচার-ব্যবহার ও শৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট নীতি/কোডগুলি আন্তারিকভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেয়া হয়। কোডগুলি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক জরিমানা প্রদানসহ একাডেমিক ও অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ক) পোষাক পরিধান রীতিঃ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে স্টুডেন্ট আইডি কার্ডসহ শালীন পোষাক পরিধান করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিম্ন উল্লেখিত পোষাক পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়:

১. স্লিভলেস বা হাতাবিহীন পোষাক না পরা।
২. অপরিষ্কার, বিবর্ণ ও দোমরানো পোষাক না পরা ।
৩. হাফপ্যান্ট বা স্কার্ট পরিহার করা।
৪. জুতা হিসেবে সাধারণ চপ্পল/স্যান্ডেল ব্যবহার না করা।
৫. উগ্র ও প্ররোচনামূলক পোষাক পরিহার করা।

উপরোক্ত নিয়মের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানাসহ (প্রযোজনীয় ক্ষেত্রে) বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে পারবে।

খ) লাইব্রেরি কোডঃ

লাইব্রেরিতে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই পালনীয় নীতিসমূহঃ

১. লাইব্রেরিতে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই লাইব্রেরি কার্ড বহন করতে হবে।
২. ফোল্ডার, ফাইল, ব্যাগ ইত্যাদি বাইরে রেখে লাইব্রেরিতে প্রবেশ করতে হবে।
৩. লাইব্রেরিতে খাবার নিয়ে প্রবেশ করা ও খাবার গ্রহণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
৪. লাইব্রেরিতে নীরবতা বজায় রাখা বাঞ্চনীয়। লাইব্রেরিতে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত আলোচনা এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে প্রবেশের সময় তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি টোকেনের বিপরীতে নির্দিষ্ট স্থানে হেফাজতে রাখবে। শিক্ষার্থীদের বহনকৃত ব্যাগে কোন মূল্যবান উপকরণ (সেল ফোন, অর্থ, আইডি কার্ড ইত্যাদি) না রাখা বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় কোন আইটেম হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী থাকবে না। যদি কোন শিক্ষার্থী তার টোকেন হারায় তবে তাকে ১০০ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৬. লাইব্রেরি কার্ড নষ্ট বা হারিয়ে গেলে পুনরায় আবেদন করতে হবে এবং চার্জ প্রদান সাপেক্ষে নতুন লাইব্রেরি কার্ড দেয়া যাবে।
৭. ছুটির দিন বাদে গ্রন্থাগার সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে সান্ধ্যকালীন ক্লাস ও পরীক্ষা চলাকালীন মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার সকাল ৮ টা থেকে সন্ধা ৭ টা পর্যন্ত সূফি দায়েম উদ্দীন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লাইব্রেরি খোলা থাকবে।
৮. শিক্ষার্থীদের কেবল মাত্র সাত (৭) দিনের জন্য একটি বই নেওয়ার অনুমতি থাকবে।
৯. কোন বই ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা হারিয়ে গেলে,একজন শিক্ষার্থীকে উক্ত বইটির নতুন একটি বই দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে বা বিলম্বের জরিমানার সাথে বইয়ের তিনগুণ দাম পরিশোধ করতে হবে।

১০. লাইব্রেরিতে ব্যক্তিগত বই আনার অনুমতি নেই।
১১. লাইব্রেরির বই ব্যবহারের সময় শিক্ষার্থী কর্তৃক ইস্যুকৃত বইয়ের কোন ক্ষতি (পৃষ্ঠা কাটা বা মার্কিং করা) হলে নতুন বইয়ের কপি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা বইয়ের দামের তিনগুণ জরিমানা দিতে হবে।
১২. লাইব্রেরির বাইরে ইস্যু ব্যতিত লাইব্রেরির বই কোন শিক্ষার্থীর কাছে পাওয়া গেলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।
১৩. মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বই লাইব্রেরিতে ফেরত দিতে হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে প্রতিটি বইয়ের জন্য প্রতি দিন পাঁচ (৫) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

উপরোক্ত এক বা একাধিক অপরাধের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(ক) এক বা একাধিক সেমিস্টারের জন্য লাইব্রেরির সদস্য পদ বাতিল।

(খ) আর্থিক শাস্তি হিসাবে ৫০০০ টাকা জরিমানা।

(গ) জরিমানার পরিমাণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা।

গ) শৃঙ্খলা কোডঃ

যে কোন শিক্ষার্থীর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন লিখিত নিয়মকানুন লঙ্ঘনের ফলে শাস্তি বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদের ব্যাখ্যা ও মতের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

১. আইডি কার্ড না পরে ক্যাম্পাস বা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা।
২. ক্লাসরুমের ভিতরে বা ক্যাম্পাসে ধূমপান করা ।
৩. যে কোন ধরণের শিক্ষার্থীর সাথে শিষ্টাচার ভঙ্গ করা।
৪. ভর্তি ও নিবন্ধন পদ্ধতির নীতিলঙ্ঘন করা ।
৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর ও সুযোগ সুবিধার প্রতি অসুলভ আচরণ ও ভুল ব্যবহার করা ।
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নোটিশ বা পোস্টারের যে কোন পরিবর্তন বা ক্ষতি করা।
৭. ছেলে/মেয়ে শিক্ষার্থীদের মেয়ে/ছেলে কমন রুমে প্রবেশ ও অশোভনীয় আচরণ করা।
৮. শ্রেণিকক্ষ বা ক্যাম্পাসে যে কোন ধরণের আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা।
৯. মেঝে, করিডোর, সিঁড়ি পথে থুথু বা কফ, পানের পিক ফেলার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করা।
১০. করিডোর, সিঁড়ি, গেট বা কোন কক্ষের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথে অহেতুক বসে থেকে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা।
১১. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কক্ষ এবং বিল্ডিং থেকে চেয়ার, টেবিল, বাক্স, ল্যাব সরঞ্জাম, অডিও-ভিজ্যুয়াল সরঞ্জামের স্থানচ্যুতি বা অপসারণ করা।
১২. একাডেমিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে এ রকম কার্যক্রম করা।
১৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এরকম কর্মকান্ড।
১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে কোন ধরণের মারাত্মক বা বিপজ্জনক অস্ত্র বা বিস্ফোরক বহন করা।
১৫. কোন ধরণের নেশা সামগ্রী বা পণ্য, ওষুধ ও পানীয় গ্রহণ এবং বহন করা।
১৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ এবং স্টাফদের কাউকে অবজ্ঞা, অসম্মানিত ও অমান্য করা।
১৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে শারিরীক আক্রমণ বা নির্যাতন করা।
১৮. ক্যাম্পাসে পর্ণোগ্রাফি/অশ্লীল উপকরণ বহন বা বিতরণ করা।
১৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কিছু চুরি করা।
২০. ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি করা।
২১. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সমাবেশের আয়োজন তৎসংশ্লিষ্ট টিকিট বা লটারি বিক্রয় করা।
২২. ক্যাম্পাসে অসম্মানজনক বা অশ্লীলভাষা ব্যবহার করা এবং আপত্তিকর কাজ করা।
২৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এমন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকা।

২৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা।
২৫. শ্রেণিকক্ষ বা ক্যাম্পাসের ভিতরে জুয়া খেলা বা আয়োজন করা।
২৬. শ্রেণিকক্ষ বা ক্যাম্পাসের ভিতরে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।
২৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত কোন পদক্ষেপের ভুল ব্যাখ্যা ও অসততার দিকে পরিচালিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২৮. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত শ্রেণিকক্ষ,অফিস, সেমিনার রুম বা লাইব্রেরিতে প্রোগ্রামের আয়োজন করা।
২৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের পরিপন্থি কাজে অংশগ্রহণ, কোন বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ বা ধারা লঙ্ঘন করা।
৩০. কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা সংস্থার সাথে সংযুক্ত থাকা।
৩১. বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও সীল ব্যবহার করে যে কোন নথি বা লেখা ছাপানো।
৩২. বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার করে যেকোনো অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে কোন গ্রপ খোলা।
৩৩. অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা।
৩৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কারোর সম্পর্কে অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে অশালীন মন্তব্য করা।
৩৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট থেকে কোন তথ্য চুরি করা।
৩৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট ধ্বংস করা।
৩৭. সংবিধান বা আদালতের বিদ্যমান আইনের পরিপন্থি কোন অপরাধকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা।

উপরোক্ত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা পরিষদ নীচের যে কোন পদক্ষেপ (ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন) নিতে পারবে-

(ক) কারন দর্শানো নোটিশ।
(খ) আর্থিক জরিমানা
(গ) বৃত্তি বাতিল।
(ঘ) সেমিস্টার বাতিল।
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিস্কারের সুপারিশ।
(চ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিস্কারের সুপারিশ।

পরীক্ষার্থীর কোন অপরাধ উপরোক্ত শাস্তির আওতায় না আসলে প্রয়োজনে প্রচলিত সংবিধান ও আইনের আলোকে বিচার ব্যবস্থা বা কোর্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ঘ) পরীক্ষা কক্ষে সংঘঠিত অপরাধসমূহঃ

নিম্নলিখিত আচরণগুলি পরীক্ষা কক্ষে সংঘঠিত হলে তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে:

১. কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষা কক্ষ থেকে প্রদানকৃত খাতা ও প্রশ্ন ব্যতিত উক্ত বিষয়ে লিখিত কোন কাগজ পাওয়া গেলে।
২. পরীক্ষক এবং তদারককারীর প্রতি অশালীন ভাষা ব্যবহার করলে।
৩. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট পৃথক কোন কাগজ পাওয়া গেলে।
৪. কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর হয়ে অন্য কেউ পরীক্ষা দিলে অথবা দেওয়ার চেষ্টা করলে।
৫. পরীক্ষা কক্ষে অন্য পরীক্ষার্থীকে দিয়ে উত্তর লেখানো হলে।

৬. পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন লেখা পরীক্ষার্থী কর্তৃক ব্যবহৃত চেয়ার, টেবিল, পরিধানকৃত পোশাক, গায়ে ইত্যাদিতে পাওয়া গেলে।
৭. পরীক্ষা কক্ষে অনুমোদিত ক্যলকুলেটর ব্যতিত অন্য কোন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র পাওয়া গেলে।
৮. পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন, স্মাট ঘড়ি ইত্যাদিতে পাওয়া গেলে।

উপরোক্ত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা পরিষদ নীচের যে কোন পদক্ষেপ (ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন) নিতে পারবে-

(ক) কারণ দর্শানো নোটিশ।
(খ) কোর্সের পরীক্ষা বাতিল।
(গ) এক বা একাধিক সেমিস্টার বাতিল।
(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিস্কারের সুপারিশ।
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিস্কারের সুপারিশ।

ঙ) ইভটিজিং, যৌন হয়রানিঃ

বাংলাদেশের প্রচালিত ধারা অনুসারে যৌন হয়রানিমূলক আচরণগুলি ও তার শাস্তি নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. দন্ডবিধির আইনের ২৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে, কোনো প্রকাশ্য স্থানের কাছাকাছি কোনো অশ্লীল কাজ করা অথবা কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনো অশ্লীল গান, গাথা সংগীত বা পদাবলি গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে; সেই ব্যক্তি তিনমাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয়।

২. দন্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করে, তাহলে দায়ী ব্যক্তিকে এক বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সাজা বা অর্থদন্ড কিংবা উভয়দন্ডে দন্ডিত করা যাবে।

৩. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ইভটিজিং বা উত্ত্যক্ততা বিষয়ে বলা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান থেকে দৃষ্টি গোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীনভাবে নিজ শরীর এমনভাবে প্রদর্শনকরে, যা কোনো গৃহ বা দালানের ভেতর থেকে হোক বা না হোক, কোনো নারী দেখতে পায় বা স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো নারীকে পীড়ন করে বা তার পথ রোধ করে বা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোনো নারীকে অপমান বা বিরক্ত করে, তবে সেই ব্যক্তি ১ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৪. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৫ ধারা অনুযায়ী সমাজে অশালীন বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তি হিসাবে তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা ৫০০ টাকা জরিমানা বা উভয়দন্ডের কথা বলা হয়েছে। আবার যৌন পীড়ন করলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে আছে কঠিন শাস্তি। হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইভটিজিং একটি গুরুতর যৌন নির্যাতন হিসাবে গণ্য হবে। ভ্রাম্যমান আদালত আইন অনুযায়ী, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে তখনই অপরাধ আমলে নিয়ে শাস্তি দিতে পারবেন। এই আইনে শাস্তি হবে সর্বোচ্চ দুই বছর।

এছাড়াও পরীক্ষার্থীর কোন অপরাধ উপরোক্ত শাস্তির আওতায় না আসলে প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদ আর্থিক জরিমানাসহ (প্রযোজনীয় ক্ষেত্রে) প্রচলিত সংবিধান ও আইনের আলোকে বিচার ব্যবস্থা বা কোর্টের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পের মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের নির্দেশনার ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত 'অভিযোগ কমিটি' **(Complaint Committee)** নিম্নরূপ:

নাম ও পদবী	*সদস্য পদ*	*মোবাইল নম্বর*	*ই-মেইল*
১. মিসেস সৈয়দা আফসানা ফেরদৌসী ডিন, ফ্যাকাল্টি অব লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস ।	আহ্বায়ক	০১৯১৫৯৫৩২৯৪	afsana.ferdousi1975@gmail.com
২. ড. সানজিদা আখতার সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য	০১৭৭১৩২০০০০	Sanzidanira@du.ac.bd
৩. মিসেস আয়শা আকতার সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (ভারপ্রাপ্ত), সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস।	সদস্য	০১৭১৬১১০৯৩৩	aysha.akter@uits.edu.bd
৪. রেহনুমা চৌধুরী প্রভাষক, আইন বিভাগ, ইউআইটিএস।	সদস্য	০১৬৭৫২৫৫২৪২	rehnuma.chowdhury@uits.edu.bd
৫. ড. মোঃ মাহাদী হাসান বিভাগীয় প্রধান বিবিএ বিভাগ ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস ।	সদস্য	০১৮৮৯৫৬৬২৯৮	mahadi_hasan@uits.edu.bd
৬. মিসেস নিলুফার ইয়াসমিন ইতি ৩৮, ৩৯, ৪০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।	সদস্য	০১৯৯৩৮২০১৬০	frozen9430@gmail.com
৭. জেসমিন সুলতানা ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস।	সদস্য সচিব	০১৯২৯৪২৩৫০৪	jesmeen@uits.edu.bd

দ্রষ্টব্য: বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রয়োজন তখন উপরোক্ত বিধি সংশোধন বা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।